রিসালা নং: ৯১

ধন-ভান্ডারের স্তূপ

* নদীতে ঘোড়া দৌড়ান।
* প্রচুর ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র-
গোপন ব্যবস্থাপনা নয় তো?
* গুনাহকে ভাল মনে করা কুফরী।
* বিপদাপদ থেকে মুক্তির উপায়।
* ভিডিও সেন্টার বন্ধ করে দিলেন।
* সম্পদ সঞ্চয় করা ও না করার বিভিন্ন অবস্থা।
* আংটি সম্পর্কিত ১৭টি মাদানী ফুল।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ধন-ভান্ডারের স্তুপ(১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ **আপনার আখিরাতের ভাবনার দৌলত এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির নেয়ামত অর্জিত হবে।**

১০০টি অভাব পূরণ হবে

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) আমার প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এবং জুমার দিনে ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার ১০০টি অভাব পূরণ করবেন, ৭০টি আখিরাতের এবং ৩০টি দুনিয়ার। আর **আল্লাহ্ তায়ালা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে সেই দরূদে পাককে আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেমনিভাবে তোমাদের উপহার পেশ করা হয়, নিঃসন্দেহে আমার জ্ঞান আমার ওফাতের পর তেমনি থাকবে, যেমন আমার জীবদ্দশায় রয়েছে।"

(জামউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (শবে বরাত ১৪৩১ হিজরি/ ২৭-০৭-২০১০ ইংরেজি) প্রদান করেছেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহকারে লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। -- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

নদীতে ঘোড়া দৌড়ান

আমীরুল মু'মিনীন, খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খেলাফতের যুগে হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নেতৃত্বে **"কাদেসীয়্যার যুদ্ধে"** ইসলামী সৈন্যগণ গৌরবময় বিজয় অর্জন করে, এই যুদ্ধে ৩০ হাজার অগ্নি পূঁজারী মারা যায়, আর ৮ হাজার মুসলমান শাহাদতের অমীয় সূধা পান করেন। **"কাদেসীয়্যা"**র মহান বিজয়ের পর হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বাবেল পর্যন্ত অগ্নী পূঁজারীদের পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং আশেপাশের পুরো এলাকা জয় করে নেন। ইরানের রাজধানী ছিলো মাদায়িন, যা দজলা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত, তা এখান থেকে নিকটেই ছিলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মাদায়িনের দিকে অগ্রসর হলেন, অগ্নী পূঁজারীরা নদীর উপর নির্মিত সেতু ভেঙ্গে দিলো এবং সকল নৌকা অপর প্রান্তে নিয়ে এলো। সেই সময় নদীতে ভয়ানক তুফান এসেছিলো এবং নদী পারাপার করা প্রকাশ্যভাবে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এই অবস্থা দেখে **আল্লাহ্ তায়ালা** নাম নিয়ে নিজের ঘোড়াকে নদীতে নামিয়ে দিলেন! অন্যান্য যোদ্ধারাও তাঁর পেছনে পেছনে নিজেদের ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

দাশ্‌ত তু দাশ্‌ত হে দরিয়া ভি না ছোড়ে হাম নে,
বাহরে যুলমাত মে দৌড়ায়ে ঘোড়ে হাম নে।

দৈত্য এসে গেলো! দৈত্য এসে গেলো!!

শত্রুরা যখন দেখলো যে, ইসলামী যোদ্ধারা দজলা নদীর উত্তাল স্রোতের পানির বুক ছিড়ে বীর পুরুষের মতো অগ্রসর হয়ে আসছে, তখন তাদের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেলো আর **"দৈত্য এসে গেলো, দৈত্য এসে গেলো"** বলতে বলতে লেজ তুলে পালিয়ে গেলো। কিসরার সম্রাটের সন্তান **ইয়াযগরদ** নিজের ঘরের মহিলাদের এবং ধন-ভান্ডারের একটি অংশ আগে থেকেই **"হুলওয়ান"** পাঠিয়ে দিয়েছিলো, এবার নিজেও মাদায়িনের দালান ও দেয়ালের দিকে হতাশা ভরা দৃষ্টি দিতে দিতে পালিয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **"মাদায়িনে"** প্রবেশ করলে চারিদিকে শিক্ষণীয় নিরবতা বিরাজ করছিলো, কিসরার মনোরম প্রাসাদ, অন্যান্য সু-উচ্চ অট্টালিকা এবং সতেজ ও সবুজ বাগান সমূহ যেন নিজের ভাষায় নিকৃষ্ট দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের ঘোষনা করছিলো। এই দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তেই হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মোবারক মুখে ২৫ পারার সূরা দুখান এর ২৫ থেকে ২৯ নং আয়াত সমূহ জারী হয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾ كَذٰلِكَ ۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা কত বাগান ও প্রস্রবণ ছেড়ে গেছে। এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান; এবং নি'মাতগুলো, যেগুলোর মধ্যে তারা সুখী ছিলো। আমি অনুরূপই করেছি; এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি। সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন ক্রন্দন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়নি।

স্বর্ণের ঘোড়া এবং স্বর্ণের উটনী

মাদায়িন থেকে মুসলমানদের গণিমত স্বরূপ কোটি কোটি দিনারের (অর্থাৎ কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রা) ধন-ভান্ডারের স্তূপ হস্তগত হলো, যেগুলোর মধ্যে খুবই দূর্লভ ও বিরল জিনিস ছিলো, তার মধ্যে কিছু জিনিসের নাম হলো: ইরানের প্রসিদ্ধ অগ্নি পূঁজারী বাদশাহ **নাওশীরওয়াঁ** এর স্বর্ণের মুকুট, ইরানের পূর্ববর্তী বাদশাহদের স্মরণীয় হীরা খচিত ছুরি, লৌহ বর্ম, শিরস্ত্রাণ এবং তলোয়ার, খাঁটি সোনার বৃহদাকার ঘোড়া যার বুকে ইয়াকুত খচিত ছিলো, তাতে সোনায় নির্মিত এক আরোহীও ছিলো যার মাথায় হীরার মুকুট ছিলো,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এরূপ একটি স্বর্ণের উটনী এবং তাতে সোনার আরোহী। ইরানের বাদশাহদের শাহী মহলের মেঝেতে ছিলো সোনার কার্পেট, যা দামী মণিমুক্তা দ্বারা সজ্জিত ছিলো এবং এর আয়তন ছিলো ৬০ বর্গ গজ আরো অনেক কিছু। মুসলমানগণ গণিমতের সম্পদ জমা করাতে এমন বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করলেন যে, দুনিয়ার ইতিহাস এর তুলনা দিতে অপারগ। যদি কোন যোদ্ধা একটি সামান্য সুই বা দামী হীরাও পেতো, তবে তা নির্দ্বিধায় এই **ধন-ভান্ডারের স্তুপে** জমা করে দিতো।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খন্ড, ১৩৫-১৪০ পৃষ্ঠা)

ধন-ভান্ডারের স্তুপের চিৎকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ইসলামের স্থায়ীত্বের জন্য কিরূপ প্রাণপন সংগ্রাম করেছেন! এই কাহিনী দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর অতুলনীয় কারামতও প্রকাশ পেলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিদ্বিধায় নিজের ঘোড়াকে দজলা নদীর প্রবল ঢেউয়ে নামিয়ে দিলেন! আর এটাও জানা গেলো, যত বড়ই **ধন-ভান্ডারের স্তুপ** হোক না কেন, অবশেষে তা বেকার হয়ে পড়ে থাকে। এখন একজন খুবই উদাসিনতায় মগ্ন ইসরাইলী সম্পদশালী ব্যক্তির শিক্ষণীয় কাহিনী আপনাদের শুনাবো, যদি আপনাদের অন্তর জীবিত থাকে, তবে তা শুনে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনাদের **ধন-ভান্ডারের স্তুপ** একেবারে অহেতুক মনে হতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৪১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত"** ১ম খন্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাহিনীর সারাংশ লক্ষ্য করুন: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন মাইসারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে একজন সম্পদশালী কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি ছিলো, সে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে কিছুই খরচ করতো না, সর্বদা অধিক সম্পদের চিন্তায় মগ্ন থাকতো এবং টাকা উপার্জনের চেষ্টায় লেগেই থাকতো যে, ব্যস! যেকোন ভাবেই সম্পদ বৃদ্ধি হতে থাকুক। সেই অপরিণামদর্শী, ধন-সম্পদের লোভী ব্যক্তির জীবনের দিন রাত তার পরিবার-পরিজনদের নিয়ে অত্যন্ত বিলাসিতায় এবং খুবই উদাসিনতায় কাটতে লাগলো। একদিন তার ঘরের দরজায় কেউ কড়া নাড়লো। সেই উদাসীন সম্পদশালী ব্যক্তির চাকর দরজা খুলতেই সামনে একজন ফকীরকে দেখলো, আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলো, উত্তরে বললো: "যাও আর তোমার মালিককে বাইরে পাঠাও তার সাথে আমার কাজ আছে।" গোলাম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললো: "তিনি তো তোমার মত কোন এক ফকীরকে সাহায্য করার জন্য বাইরে গেছেন।" ফকির চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবার দরজার কড়া নাড়লো চাকর দরজা খুলতেই সেই ফকিরকে দেখলো, এবার সে বললো: "যাও! তোমার মালিককে বলো, আমি মালাকুল মওত (عَلَيْهِ السَّلَام)।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

সেই সম্পদের নেশায় মগ্ন এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র স্মরণ থেকে উদাসিন ব্যক্তিটি যখন জানলো তখন থরথর করে কেঁপে উঠলো এবং আতঙ্কিত হয়ে নিজের চাকরদের বললো: "যাও! আর খুবই নম্র আচরণ করো।" চাকর বাইরে আসলো এবং মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام কে মিনতি ও অনুরোধ করে আরয করলো: "আপনি আজ আমাদের মালিকের পরিবর্তে অন্য কারো প্রাণ কবজ করে নিন এবং তাকে ছেড়ে দিন।" মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "এমন কখনো হতে পারে না।" অতঃপর সেই সম্পদশালী ব্যক্তিটিকে বললো: "তোমার কোন ওসীয়ত করার থাকলে এখনি করে নাও। তোমার রূহ কবজ না করে আমি এখান থেকে যাব না।" এই কথা শুনে সম্পদশালী ব্যক্তিটি এবং তার পরিবার পরিজনেরা চিৎকার করে উঠলো এবং কান্না-কাটি আরম্ভ করে দিলো, সে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনদের বললো: "স্বর্ণ-রৌপ্য এবং ধন-ভান্ডারের সিন্দুক খুলে আমার সামনে জমা করো। সাথেসাথেই আদেশ পালন করা হলো এবং তার সামনে সারা জীবনের সঞ্চিত **ধন-ভান্ডারের স্তূপ** জমা করা হলো। **ধন-ভান্ডারের স্তূপ**কে উদ্দেশ্য করে সেই সম্পদশালী ব্যক্তিটি বললো: "হে তুচ্ছ ও নগন্য সম্পদ! তোমার প্রতি অভিশাপ! আমি তোমার ভালবাসায় ধ্বংস হয়ে গেছি, আহ! আহ! আমি তোমার কারণেই **আল্লাহ্ তায়ালা**র ইবাদত এবং আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে উদাসিন ছিলাম।" **ধন-ভান্ডারের স্তূপ** থেকে আওয়াজ আসলো:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

"হে ধন-সম্পদের লোভী পাক্কা দুনিয়াদার এবং উদাসিন ব্যক্তি! আমাকে কেন ধিক্কার দিচ্ছো? তুমিই না সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও নগন্য ছিলে! অতঃপর আমার কারণেই সম্মানিত হয়েছিলে এবং তুমি শাহী দরবার পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে পেরেছিলে। আমারই কারণে তোমার বিয়ে ধনী বংশের মেয়ের সাথে হয়েছিলো, কিন্তু তোমারই দুর্ভাগ্য যে, তুমি আমাকে শয়তানী কর্মকাণ্ডেই ব্যয় করেছো, যদি তুমি **আল্লাহ্ তায়ালার** পথে ব্যয় করতে, তবে এই লাঞ্ছনা আর অপমান তোমার ভাগ্যে জুটত না। বলো! খারাপ কাজে ব্যয় করা এবং নেক কাজে ব্যয় না করার পরামর্শ কি আমি দিয়েছিলাম? না, কখনো নয়। তোমার এই সকল ধ্বংসাত্মকতার দায়দায়িত্ব তোমার নিজেরই।" (এর পর সায়্যিদুনা মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام সেই কৃপণ ধনী ব্যক্তির রূহ কবজ করে নিলেন)।

(উয়ুনুল হিকায়াত (আরবী), ৪৯ পৃষ্ঠা)

দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তু না জা,
আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া?
মালে দুনিয়া দো'জাহাঁ মে হে ওয়াবাল,
কাম আয়েগা না পেশে যুল জালাল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

..... পাখিরা যখন ক্ষেত খেয়ে নিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির শিক্ষণীয় কাহিনী শ্রবণ করলেন যে, এমন ব্যক্তি, যে সারা জীবন আরাম-আয়েশ, খুশি এবং নফসের চাহিদার পিছনে পড়ে ছিলো, **আল্লাহ্ তায়ালার** পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অবকাশে নিজেকে সামলানোর পরিবর্তে তার উদাসিনতা আরো দীর্ঘ হয়ে গেলো, সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্য করা থেকে দূরে এবং আরাম আয়েশে মত্ত ছিলো। অবশেষে **"একদিন মরতে হবে, অবশেষে মৃত্যুই অবধারিত"** এর স্বাক্ষী স্বরূপ মৃত্যুর ফিরিশতা এসে পৌঁছলো, যদিওবা তখন সম্পদের নেশা কেটে গেলো, হুশ ফিরে এসেছিলো কিন্তু **"এখন অনুশোচনা করে কি হবে ভাই, পাখিরা যখন ক্ষেত খেয়ে নিলো"**। ধন-সম্পদের লোভী ব্যক্তি যাদের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই, তাদের জন্য এই কাহিনীতে শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে।

গুপ আন্ধেরী কবর মে জব জায়ে গা, বে আমল! বে ইন্তিহা ঘাবড়ায়ে গা।
কাম মাল ও যর ওহাঁ না আয়ে গা, গাফিল ইনসাঁ ইয়াদ রাখ পচতায়ে গা।
জব তেরে সাথী তুঝে ছোড় আয়েঁ গি, কবর মে কিড়ে তুঝে খা জায়েঁ গি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রচুর ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র গোপন ব্যবস্থাপনা নয় তো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি বাস্তব যে, অনেক সময় **আল্লাহ্ তায়ালা** অঢেল সম্পদ দান করেও পরীক্ষায় অবতীর্ণ করে দেন, যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** ১ম খন্ডের ৫০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: সুস্থতার নেয়ামত ও সম্পদের আধিক্য অধিকাংশ সময় মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়, এজন্য যে (সুন্দর ও চমৎকার বা) খুবই স্বাস্থ্যবান বা (অনেক) সম্পদশালী অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী তার **আল্লাহ্**র গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অনেক বেশি ভয় করা উচিত, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** দুনিয়াতে (রুজিতে প্রশস্থতা, বাধ্য সন্তানের মতো নেয়ামত, ধন-সম্পদ, সুন্দর অবয়ব, সুস্বাস্থ্য, মান-সম্মানের পদ, মন্ত্রী বা রাষ্ট্র প্রধানের পদ অথবা শাসন ক্ষমতা ইত্যাদির মাধ্যমে) সম্পদশালী করেন, কিন্তু তার মাঝে এই ভয় না থাকে যে, (আরাম-আয়েশ) **আল্লাহ্**র গোপন ব্যবস্থাপনা নয় তো, তবে এরূপ ব্যক্তি **আল্লাহ্**র গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উদাসীন।" (তামবীহুল মুগতাররীন, ২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তবে এটি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অবকাশ

সাবধান হে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি! সাবধান হে মর্যাদাবান! সাবধান হে সম্পদশালী ব্যক্তি! সাবধান হে পূঁজিবাদীরা! সাবধান হে ক্ষমতাবান লোকেরা! সাবধান হে অফিসার ও পদমর্যাদাবান ব্যক্তি! **রব্বে আযীয ও কদীর আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে সাবধান! সাবধান! সাবধান! কখনো এমন যেন না হয় যে, অর্জিত স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ এবং প্রশাসনিক নেয়ামতের মাধ্যমে অত্যাচার, অহংকার, অবাধ্যতা এবং বিভিন্ন গুনাহের ধারাবাহিকতা বাড়তে থাকে আর সুন্দর স্বাস্থ্য ও ধন-সম্পদ জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে। এপ্রসঙ্গে হাদীস শরীফ ও কোরআনের আয়াত শ্রবন করুন এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কেঁপে উঠুন: হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমীর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন তোমরা দেখবে যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** দুনিয়ায় গুনাহগার বান্দাকে সেই জিনিস দিচ্ছেন, যা **তাঁর** পছন্দ, তবে **তা তাঁর পক্ষ থেকে অবকাশ স্বরূপ।**” অতঃপর এই আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿۴۴﴾

(পারা: ৭, সূরা: আন্'আম, আয়াত: ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন তারা বিস্মৃত হল সেসব উপদেশ যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা আনন্দিত হল সেটার উপর, যা তারা পেয়েছিলো তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, এখন তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেলো।

(মুস্নদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৩১৩)

গুনাহকে ভাল মনে করা কুফরী

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে **"তাফসীরে নুরুল ইরফানে"** বলেন: এই আয়াতে করীমা থেকে জানা গেল, গুনাহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ অর্জিত হওয়া **আল্লাহ্ তায়ালার** গযব এবং আযাব (ও হতে পারে)। কেননা, এর কারণে মানুষ আরো বেশি উদাসীন হয়ে গুনাহের প্রতি আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠে, বরং অনেক সময় এমনও মনে করে যে, **"গুনাহ ভাল জিনিস, অন্যথায় আমার এসব নেয়ামত অর্জিত হতো না"** এটি কুফরী।

(অর্থাৎ গুনাহকে গুনাহ হিসাবে মেনে নেয়া ফরয, এটাকে জেনে বুঝে ভাল বলা অথবা উত্তম মনে করা কুফরী। কুফরী বাক্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"কুফরীয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** অধ্যয়ন করুন) তিনি আরো বলেন: নেয়ামতের প্রতি খুশি হওয়া যদি গর্ব, অহঙ্কার এবং দম্ভ সহকারে হয়, তবে তা মন্দ জিনিস এবং কাফেরদের পদ্ধতি। আর যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে হয়, তবে তা উত্তম, নেক বান্দাদের পদ্ধতি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার সকল আরাম আয়েশে পরীক্ষা নিহিত রয়েছে, কিয়ামতের দিন এই আরাম আয়েশ (শান্তি) এবং প্রশস্থ রুজি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। যার দুনিয়ায় যত বেশি নেয়ামত এবং সম্পদ অর্জিত হবে, তাকে আখিরাতে তেমনি সমস্যার সম্মূখীন হতে হবে, যখন কিয়ামতের দিন দুনিয়াবী ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সম্পদের অপব্যবহারে **আল্লাহ্ তায়ালা** অসন্তোষ প্রকাশ করবেন, তখন উদাসিনতায় পর্যবসিত সম্পদশালীদের সামনে এই বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে যাবে যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

"আমার মতো দুনিয়ার ধনী, আখিরাতের ফকির।" যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বর্ণনা হলো, **মক্কী মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অধিক সম্পদশালী কিয়ামতের দিন স্বল্প সাওয়াবের অধিকারী হবে, কিন্তু যাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা (সম্পদ) থেকে ডানে বামে এবং সামনে পিছনে দান করে থাকে আর তা দ্বারা নেক আমল করে থাকে।" (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৪৩)

নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

৩০ পারার সূরা তাকাসুর এর শেষ আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ یَوْمَىٕذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ﴿۸﴾

(পারা: ৩০, সূরা: তাকাসুর, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিঃসন্দেহে সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

দোযখের কিনারায় নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **"তাফসীরে নুরূল ইরফানে"** এই আয়াতে মোবারাকার আলোকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন:

সেগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় আরয করার চেষ্টা করছি: "হাশরের ময়দানে বা দোযখের কিনারায় তোমাকে ফিরিশতারা বা স্বয়ং **রব (আল্লাহ্) তায়ালাই** নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং এই জিজ্ঞাসা প্রত্যেকটি নেয়ামত সম্পর্কেই হবে, শারীরিক বা আধ্যাত্মিক, প্রয়োজনের জিনিস হোক বা আরাম আয়েশের, এমনকি ঠান্ডা পানি, গাছের ছায়া, প্রশান্তিময় ঘুমেরও। মুফতী সাহেব আরো বলেন: মৃত্যুর পর তিনটি সময়ে এবং তিনটি স্থানে হিসাব হবে, (১) কবরে ঈমানের (২) হাশরে ঈমান ও আমলের (৩) দোযখের কিনারায় নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে। না চাইতেই যা দান করা হয় তা হলো নেয়ামত, **রব (আল্লাহ্) তায়ালার** প্রত্যেক দানই নেয়ামত, হোক তা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক, এর দু'টি প্রকার রয়েছে (১) **উপার্জিত** (২) **দানে প্রাপ্ত**। **"উপার্জিত"** অর্থাৎ সেই নেয়ামত, যা আমাদের উপার্জন দ্বারা অর্জিত, যেমন; সম্পদ, রাজত্ব ইত্যাদি। **"দানে প্রাপ্ত"** অর্থাৎ সেই নেয়ামত যা শুধুমাত্র **রব (আল্লাহ্) তায়ালার** দানক্রমেই অর্জিত হয়েছে, যেমন; আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি। **"উপার্জিত"** (অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় অর্জিত হওয়ার সম্পদ ও দক্ষতা এমন) নেয়ামত সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন করা হবে, (১) কোথা থেকে অর্জন করেছো? (২) কোথায় ব্যয় করেছো? (৩) এর কিরূপ কৃতজ্ঞতা আদায় করেছো? **"দানে প্রাপ্ত"** (অর্থাৎ আমাদের চেষ্টা ছাড়াই অর্জিত হওয়া) নেয়ামত সম্পর্কে আখিরাতে দু'টি প্রশ্ন করা হবে;

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

(অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করেছো? এর কিরূপ কৃতজ্ঞতা আদায় করেছো?)। তাফসীরে খাযিন, তাফসীরে আযীযি, তাফসীরে রূহুল বয়ান ইত্যাদিতে বর্ণিত রয়েছে: আলোচ্য আয়াতে করীমায় "النَّعِيْمِ" দ্বারা **নবীয় করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বাই উদ্দেশ্য। আমাদেরকে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি **তাঁর** আনুগত্য করেছো কি না? কেননা **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সকল নেয়ামতের উৎস, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা যার অন্তরকে আলোকিত করে দেয়, তার জন্য সকল নেয়ামত রহমত স্বরূপ। আর দূর্ভাগ্যবশতঃ যার অন্তরে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নেই, তার জন্য সকল নেয়ামত কষ্টদায়ক। হযরত ওসমানের সম্পদ রহমতের ছিলো আর আবু জাহেলের সম্পদ ছিলো কষ্টদায়ক।

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুঝ চে হিসাব,
বখশ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

কিয়ামতের দিন সম্পদশালীদের হিসাব-নিকাশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি

হালাল সম্পদ সঞ্চয় করা নিঃসন্দেহে গুনাহ নয়, তাছাড়া সম্পদশীলতার কারণে কোন সম্পদশালীকে গুনাহগার বলা যাবে না। যদি ১০০ ভাগ হালাল সম্পদ দ্বারা কেউ সম্পদশালী হয় এবং **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে, তবে সে গুনাহগার নয় বরং দুনিয়া ও আখিরাতে সাওয়াবের হকদার হবে। সুতরাং সম্পদ অর্জন করতে হলে শুধুমাত্র হালাল উপায়েই অর্জন করা উচিৎ। কিন্তু শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী উপার্জন করাতেই নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। কেননা, হালাল সম্পদের হিসাব হবে এবং কিয়ামতের দিনের হিসাব কারো সহ্য হবে না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ইহ্ইয়াউল উলুম** এর তৃতীয় খন্ডে উদ্ধৃত করেন: "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে হারাম সম্পদ উপার্জন করেছে এবং হারাম স্থানে ব্যয় করেছে। বলা হবে: "একে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও" এবং অপর এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে হালাল উপায়ে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং হারাম স্থানে ব্যয় করেছে, বলা হবে: "একেও জাহান্নামে নিয়ে যাও।" অতঃপর অপর তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা হবে, যে হারাম উপায়ে সম্পদ জমা করে হালাল স্থানে ব্যয় করেছে, বলা হবে: "একেও জাহান্নামে নিয়ে যাও।"

www.dawateislami.net

অতঃপর (চতুর্থ) আরো এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে হালাল পন্থায় উপার্জন করে হালাল স্থানে ব্যয় করেছে, তাকে বলা হবে: "দাঁড়াও! হতে পারে তুমি সম্পদ উপার্জনে কোন ফরয আদায়ে অলসতা করেছো, হয়তো সঠিক সময়ে নামায আদায় করনি এবং হয়তো এর রুকু ও সিজদায় আর ওযুতে কোন অলসতা করেছো!" সে বলবে: **"হে আল্লাহ্**! আমি হালাল পন্থায় উপার্জন করেছি এবং জায়িয স্থানে ব্যয় করেছি আর তোমার ফরয সমূহের মধ্য হতে কোন ফরযও নষ্ট করিনি।" বলা হবে: "হয়তো তুমি এই সম্পদে অহঙ্কার দ্বারা কাজ নিয়েছো, বাহন বা পোষাকের মাধ্যমে অপরের প্রতি গর্ব প্রকাশ করেছো!" সে আরয করবে: "হে আমার প্রতিপালক! আমি অহঙ্কারও করিনি এবং গর্বও প্রকাশ করিনি।" বলা হবে: "হয়তো তুমি কারো হক নষ্ট করেছো, যা আদায় করার জন্য আমি আদেশ দিয়েছি যে, নিজের আত্মীয়, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদেরকে তাদের অধিকার দাও!" সে বলবে: "হে আমার প্রতিপালক! আমি এরূপ করিনি, আমি হালাল পন্থায় উপার্জন করেছি এবং জায়িয স্থানে ব্যয় করেছি আর তোমার ফরয সমূহের মধ্য হতে কোন ফরযও নষ্ট করিনি, অহঙ্কার ও গর্বও করিনি এবং কারো হকও নষ্ট করিনি, তুমি যাকে দেয়ার আদেশ করেছো (আমি তাকে দিয়েছি)।" অতঃপর সেসব লোক আসবে এবং তার সাথে ঝগড়া করবে, তারা বলবে:

"হে আল্লাহ্! তুমি একে সম্পদ দান করেছো এবং সম্পদশালী বানিয়েছো আর একে আদেশ দিয়েছো যে, আমদেরকে যেন দেয় এবং আমাদেরকে সাহায্য করে।" এখন যদি সে তা দিতো এবং ফরযে অলসতাও না করে থাকে, অহঙ্কার এবং গর্বও না করে তবুও বলা হবে: **"দাঁড়াও! আমি তোমাকে যা নেয়ামত দান করেছি, হোক তা খাবার, পানি বা যেকোন স্বাদ, সেসবের কৃতজ্ঞতা আদায় করো, এমনিভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন হতে থাকবে।"** **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৩১)**

জিজ্ঞাসাবাদ তাকেই করা হবে, যে হালাল পন্থায় উপার্জন করেছে

এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যা কিছু বলেছেন, তা নিজের মতো করে আরয করার চেষ্টা করছি: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বলুন তো! এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার জন্য কেইবা প্রস্তুত থাকবে? জিজ্ঞাসাবাদ তাকেই করা হবে, যে হালাল পন্থায় উপার্জন করেছে, তাছাড়া সকল হক এবং ফরযও পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করেছে। যেখানে এরূপ ব্যক্তি থেকে এমনভাবে হিসাব নেয়া হবে, তবে সেখানে আমাদের মতো লোকের কিরূপ অবস্থা হবে, যারা দুনিয়াবী ফিতনা, সন্দেহ, নফসের চাহিদা, আরাম আয়েশ এবং সাজ-সজ্জায় ডুবে আছি! এই জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দারা দুনিয়া এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

এর ধন-সম্পদের মায়ায় জড়াতে ভয় করতেন, তারা শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সামান্য দুনিয়াবী সম্পদে অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করতেন এবং নিজের সম্পদ দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ভাল ভাল কাজ করতেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নেক বান্দাদের সম্পদের আধিক্য থেকে বাঁচার অবস্থা বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের **"নেকীর দাওয়াত"** দিতে গিয়ে বলেন: "আপনাদের সেই সব নেক লোকদের পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ, যদি এই বিষয়টি আপনারা এই জন্য স্বীকার না করেন যে, আপনারা আপনাদের মতে পরহেযগার এবং খুবই সতর্ক আর শুধুমাত্র সম্পদ উপার্জন করেন এবং উপার্জনের উদ্দেশ্যও অভাব ও হাতপাতা থেকে বেঁচে থাকা আর **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে ব্যয় করা এবং আপনাদের মানসিকতা এরূপ যে, আমি আমার হালাল সম্পদ না গুনাহের কাজে ব্যয় করি আর না তা অহেতুক ব্যয় করি, তাছাড়া সম্পদের কারণে আমার মন **আল্লাহ্ তায়ালা**র পছন্দনীয় পথ থেকেও পরিবর্তন হবে না এবং **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার কোন প্রকাশ্য বা গোপনীয় আমলের কারণে অসন্তুষ্টও নয়, যদিওবা এমনটি হওয়া অসম্ভব। ধরে নেয়া যাক এমনটি যদি হয়েও যায় তবুও আপনার উচিৎ যে, শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদের উপরই সন্তুষ্ট থাকা এবং সম্পদশীলতা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

এর সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো, যখন এই সম্পদশালীদেরকে কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য আটকে দেয়া হবে, তখন আপনি প্রথম কাফেলার সাথেই **দোজাহানের বাদশাহ্, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে অগ্রসর হয়ে যাবেন এবং আপনাকে হিসাব নিকাশের এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকানো হবেনা। কেননা, হিসাবের পরই হবে মুক্তি অথবা কঠোরতা। আমার নিকট এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গরীব মুহাজির, ধনী মুহাজির থেকে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।" **(তিরমিযী, হাদীস: ২৩৫৮)**

(ইহইয়াউল উলুম থেকে সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

মুঝকো দুনিয়া কি দৌলত না যর চাহিয়ে, শাহে কওসার কি মিঠি নযর চাহিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদের ব্যবহার এবং পরকালিন শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী নেয়ামত এবং আরাম আয়েশে সমৃদ্ধ লোকদের সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিৎ। কেননা, এর অপব্যবহারের পরিনতি হলো পরকালিন শাস্তি। এমনিভাবে সম্পদের অহেতুক ভালবাসা গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করে, দারে দারে ঘুরে ফেরায়, লুটপাট করায় এমনকি হত্যা পর্যন্ত করায় এবং যখন এই সম্পদ কোন সম্পদের প্রেমিকের হাত থেকে চলে যেতে থাকে, তবে তা খুবই কষ্ট দেয়, ছটফট করিয়ে থাকে এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

কান্না করিয়ে থাকে, তাই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ধন-সম্পদের বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতেন। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে একটি চিঠি প্রেরণ করেন, যাতে লিপিবদ্ধ ছিলো: "হে আমার ভাই! দুনিয়া থেকে এতো কিছু জমা করো না যে, কৃতজ্ঞতার হক আদায় করতে পারবে না, আমি **নবীদের তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, দো'জাহানের মালিক ও মুখতার, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন এমন এক সম্পদশালী ব্যক্তিকে আনা হবে, যে **আল্লাহ্ তায়ালা**র আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করেছে, পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় তার সম্পদ তার সামনে থাকবে, যখন সে টলমল করবে তখন তার সম্পদ বলবে: "চলে যাও! কেননা তুমি আমাকে দিয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা**র হক আদায় করেছো।" অতঃপর আরো একজন সম্পদশালীকে আনা হবে, যে দুনিয়ায় নিজের সম্পদ দ্বারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র হক আদায় করেনি, তার সম্পদ তার উভয় কাঁধে থাকবে, সে ব্যক্তি যখন পুলসিরাতে টলমল করবে তখন তার সম্পদ তাকে বলবে: "তুমি ধ্বংস হও! তুমি আমাকে দিয়ে **আল্লাহ্ তায়ালা**র হক কেন আদায় করোনি?" ব্যস! সে এভাবেই ধ্বংসকে আহ্বান করতে থাকবে।"

(তারিখে দামেশক লি-ইবনে আসাকির, ৪৭ তম খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তেরী তা'কত, তেরা ফন, উহদা তেরা, কুছ না কাম আ'য়েগা সরমায়া তেরা।
দবদবা দুনিয়া হি মে রেহ জায়েগা, যোর তেরা খাক মে মিল জায়েগা।
জিতনে দুনিয়া সিকান্দর থা চলা, জব গিয়া দুনিয়া চে খালি হাত থা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৭৫, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচ্য বর্ণনায় সেই সম্পদশালীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা ফরয হওয়ার পরও যাকাত দিতে বিভিন্ন বাহানা করে, নিজের সম্পদ গুনাহের কাজে ব্যয় করে, ভাল কাজে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং অভাবীদের সাহায্য করা থেকে নিজেকে দূরে রাখে। ভাবুন তো যে, আজ আনন্দ দানকারী সম্পদ, কাল কিয়ামতের দিন শাস্তির রূপ ধারণ করে নিলে তবে আমাদের কি অবস্থা হবে? আহ! আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদের অহেতুক ভালবাসা বের হয়ে যাক এবং আমাদের কবর ও আখিরাত উত্তম হয়ে যাক।

মেরে দিল চে দুনিয়া কি উলফত মিটা দেয়, মুঝে আপনা আশিক বানা ইয়া ইলাহী!
তু আপনি বিলায়াত কি খায়রাত দেয় দেয়, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

মাদানী ইন্‌আমাতে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের স্মরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচ্য মোবারক বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেলো, নিজের ইসলামী ভাইদেরকে চিঠির মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দেয়া সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সুন্নাতে মোবারাকা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** অন্যান্য মাদানী গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام স্মরনকেও জাগ্রত করে, যেমনিভাবে নেকীর দাওয়াত সম্বলিত মাদানী মাকতুবাত (চিঠি) প্রেরণ করা। এর উৎসাহ দিতে গিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা**র পক্ষ থেকে প্রকাশিত **৭২টি মাদানী ইন্‌আমাতে**র ৫৭নং মাদানী ইন্‌আমাতে রয়েছে: **"আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একজন ইসলামী ভাইকে চিঠি প্রেরণ করেছেন?"** (চিঠিতে মাদানী ইন্‌আমাত এবং মাদানী কাফেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিন।) আপনাদের প্রতি মাদানী অনুরোধ হলো, **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র মাদানী পরিবেশের সাথে জীবনভর সম্পৃক্ত থাকুন, **"মাদানী ইন্‌আমাত"** অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ফয়েয এবং দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে এবং সম্পদের আধিক্যের লালসার পরিবর্তে নেকীর আধিক্যের প্রবল আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

দেয় জযবা "মাদানী ইন্‌আমাত" কা তু,
করম বেহরে শাহে করব ও বালা হো।
করম হো দা'ওয়াতে ইসলামী পর ইয়ে,
শরীক ইচ মে হার এক ছোটা বড়া হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

সম্পদ উপার্জনের প্রবল আগ্রহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষের মানসিকতায় সম্পদ এবং **ধন-ভান্ডারের স্তুপ** জমা করার প্রবল আগ্রহ চেপে বসেছে এবং এই কন্টকময় পথে যতই কষ্ট হোক না কেন, কোন পরোওয়া নেই, ব্যস! সর্বদা দুনিয়ার সম্পদ জমা করারই লোভ, যদি কখনো আখিরাতের কল্যানের জন্য নেকীর সম্পদ জমা করার দিকে মনোযোগ আকৃষ্টও করা হয়, তবে চাকরী বা ব্যবসার ব্যস্ততা ইত্যাদির বাহানা এসে যায়, সন্তান-সন্ততির দুনিয়াবী ভবিষ্যত সাজানোর চেষ্টায় নিজের পরকালিন ভবিষ্যত সম্পর্কে ভূলে যায়, সন্তানের দুনিয়াবী পড়ালেখা অতঃপর তাদের বিবাহের চিন্তা অন্য কোন দিকে মনকে যেতেই দেয় না। সন্তানের দুনিয়াবী ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কিরূপ মাদানী মানসিকতা ছিলো! এটাও লক্ষ্য করুন। যেমনিভাবে-

ওমর বিন আব্দুল আযীযের মাদানী চিন্তাধারা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"যিয়ায়ে সাদাকাত"** এর ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা মাসলামা বিন আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর জীবদ্দশার শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হলেন এবং বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

"হে আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ! আপনি অতুলনীয় জীবন অতিবাহিত করে দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার ১৩জন সন্তান রয়েছে, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের জন্য কোন ধন-সম্পদ রেখে যাচ্ছেন না!" একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: "আমি আমার সন্তানদের অধিকার খর্ব করিনি এবং অন্যের কিছু তাদেরকে দিইনি আর আমার সন্তানদের দু'টি অবস্থা, যদি তারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র আনুগত্য করে তবে **তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা)** তাদের প্রাচুর্য্য দান করবেন। কেননা, **আল্লাহ্ তায়ালা** নেক লোকদেরকে প্রাচুর্য্য দান করেন আর যদি আমার সন্তানেরা অবাধ্য হয় তবে আমার এই বিষয়ে কোন চিন্তা নেই যে, আমার পর অর্থনৈতিক ভাবে তাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এটাই স্মরন রাখবেন, যদি কারো কাছে সম্পদ থাকে তবে তার জন্য এটাই বিধান যে, সদকা করার পরিবর্তে সন্তানদের প্রয়োজনের জন্য রেখে যাওয়া।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মেরে গাউছ কা ওয়াসিলা, রাহে শাদ সব কাবিলে,
উনহে খলদ মে বাসানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পরীক্ষাই সফলতার ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনা প্রয়োজনে ধন-সম্পদ জমা করার প্রেরণা প্রশংসার উপযুক্ত নয় এবং যাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** অত্যধিক দুনিয়াবী ধন-সম্পদ দান করেছেন তার জন্য সফলতার উপায় হলো; সে **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য মোতাবেক তা ব্যয় করে নেকীর দৌলত বৃদ্ধি করা। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত খুবই সুন্দর কিতাব **"লুবাবুল ইহইয়া"** এর ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বলেন: "দুনিয়াকে মুনিব বানিও না, অন্যথায় সে তোমাকে গোলাম বানিয়ে নিবে, নিজের সম্পদ সেই সত্ত্বার নিকট জমা করো, যার নিকট তা নষ্ট হয় না। কেননা, যার নিকট দুনিয়াবী ভান্ডার থাকে, তার (চুরি হয়ে যাওয়া বা ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদি) আপদের ভয় থাকে, কিন্তু (সদকা ও খয়রাত করে) **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকট নিজের সম্পদ জমাকারীর কোন প্রকার ভয় থাকে না।" (লুবাবুল ইহইয়া (আরবী), ১৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তেরে গম মে কাশ! আত্তার, রহে হার গড়ী গ্রেফতার,
গমে মাল চে বাচানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিপদাপদ থেকে মুক্তির উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, জমিন ও আসমানের **প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় সদকা ও খয়রাত (দান ও অনুদান) করা খুবই উপকারী ব্যবসা এবং এতে সম্পদের নিরাপত্তা লাভ হয়ে যায়। নিশ্চয় সদকা ও খয়রাত (দান ও অনুদান) বিপদাপদ থেকে মুক্তির উপায়, সুতরাং প্রত্যেকের উচিৎ, নিজের সম্পদ থেকে সামর্থ্য ও সুযোগ অনুযায়ী দান ও অনুদান করার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকা, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **"রাহে খোদা মে খরচ করনে কে ফাযায়িল"**এ আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন: "اَلصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبْعِيْنَ نَوْعًا مِّنْ اَنْوَاعِ الْبَلَاءِ اَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ অর্থাৎ সদকা ৭০ প্রকারের বালা-মুসিবতকে প্রতিরোধ করে, যার মধ্যে সহজতম বালা হলো; শরীর বিকৃত হওয়া (কুষ্ঠ) এবং সাদা দাগ হওয়া।" (তারিখে বাগদাদ, ৮ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

লোকমার পরিবর্তে লোকমা

سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! সদকা আসলেই বালা-মুসিবতকে দূর করে থাকে। এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করুন। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন আসাদ ইয়াফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **"রওযুর রিয়াহীন"**এ উদ্ধৃত করেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য একজন মহিলা কোন এক অভাবীকে (মিসকিন) খাবার দিলো, অতঃপর নিজের স্বামীকে খাবার দেয়ার জন্য ক্ষেতের দিকে যাত্রা করলো, তার সাথে তার শিশু সন্তানও ছিলো, পথে একটি হিংস্র প্রাণী শিশুটির উপর হামলা করে বসলো, সেই হিংস্র প্রাণীটি শিশুটিকে গিলে ফেলার চেষ্টা করছিলো এমন সময় হঠাৎ অদৃশ্য থেকে একটি হাত প্রকাশ পেলো, যা সেই হিংস্র প্রাণীটিকে জোরে একটি আঘাত করলো এবং শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিলো, অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো: "হে নেককার রমনী! নিজের সন্তানকে নিরাপদে নিয়ে যাও! **আমি লোকমার পরিবর্তে তোমাকে লোকমা দান করলাম।**" (রওযুর রিয়াহীন, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

রাহে হক মে সবী দৌলত লুটা দোঁ, খোদা! এ্যয়সা মুঝে জযবা আতা হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

শয়তানের গোলাম কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার দুনিয়াবী সম্পদ অর্জন হওয়ার পাশাপাশি **আল্লাহ্ তায়ালা**র রাস্তায় ব্যয় করার প্রেরণাও অর্জিত হয়ে যায়, তবে সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান। কিন্তু যে উদাসিনতায় নিমজ্জিত দুনিয়াবী আরাম আয়েশে লিপ্ত রইলো এবং নফসের চাহিদার অনুসরন করলো, সে যেন শয়তানের গোলামী অবলম্বন করলো। যেমনিভাবে- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **“ইহইয়াউল উলুম”**এ উদ্ধৃত করেন: যখন সর্বপ্রথম দিরহাম ও দিনার আবিস্কৃত হলো, তখন শয়তান তা উঠিয়ে নিজের কপালে রাখলো অতঃপর তা চুম্বন করলো এবং বললো: “যে তোমাকে ভালবাসলো, বাস্তবে সে আমার গোলাম হয়ে গেলো।” **(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)**

..... সে অপমানিত ও অপদস্থ হোক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দুনিয়াবী ধন-সম্পদ এবং এর ভাবনা থেকে মুক্ত আর **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা ও অল্পেতুষ্টির গুণে গুণান্বিত ছিলেন, দুনিয়াবী ভবিষ্যতের চেয়ে বেশি পরকালিন ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থাকা সৌভাগ্যবান ছিলেন, তারা এই বাস্তবতা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন যে, সম্পদের ভালবাসা অপমান ও অপদস্তুতার কারণ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

যেমনিভাবে- প্রসিদ্ধ ও মকবুল **আল্লাহ্**র ওলী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাস্তবধর্মী বাণী হচ্ছে: "যে দুনিয়াবী সম্পদকে ভালবাসলো, সে অপমানিত ও অপদস্থ হলো।"

(রওযুর রিয়াহীন, ৩৯ পৃষ্ঠা)

মেরা দিল পাক হো ছরকার দুনিয়া কি মুহাব্বত চে,
মুঝে হো জায়ে নফরত কাশ! আক্বা মাল ও দৌলত চে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

ধন-সম্পদের ভালবাসার ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই ধন-সম্পদের ভালবাসা মানুষকে নোংরামী ও অপদস্ততার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয়, যদিওবা অনেক সময় মানুষ দুনিয়ায় কিছুটা সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেও নেয়, কিন্তু অধিকাংশেরই পরকালিন ধ্বংস তাদের ভাগ্যে জুটে। সম্পদের নেশায় মগ্নদের জন্য হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত বাণীতে আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। ধন-সম্পদের ভালবাসায় অন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা আখিরাতের পরিনতি সম্পর্কে একেবারে উদাসিন হয়ে শরীয়াতের বিধানাবলীকে পিছনে ফেলে দেয় অতঃপর তার **আল্লাহ্ তায়ালা**র আদেশ এবং **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর কোন পরোওয়া থাকে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

নিঃসন্দেহে ধন-সম্পদের চিন্তা আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসিনতায় পর্যবসিত করে দেয় এবং অসংখ্য গুনাহের মাধ্যম হয়ে যায়, যার মধ্যে কয়েকটি হলো: যাকাত ও উশর বর্জন করা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন, কৃপণতার আপদ, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, মিথ্যা এবং অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়া ইত্যাদি।

সম্পদের ধর্মীয় ও দুনিয়াবী আপদ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল"** ১ম খন্ডের ৫৬৫ থেকে ৫৬৭ নং পৃষ্ঠায় শায়খুল ইসলাম, শিহাবুদ্দীন ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ধন-সম্পদের আপদ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন, এর মধ্য হতে কয়েকটির আলোচনা করছি:

ধর্মীয় আপদ

ধন-সম্পদের আধিক্য মানুষকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয) সাধ-আহ্লাদের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি সে এর প্রতি এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, তার জন্য তা ছেড়ে দেয়া অতিশয় কষ্টকর হয়ে পড়ে, এমনকি যদি সে হালাল উপার্জন দ্বারা তা অর্জন করতে না পারে, তবে অনেক সময় হারাম কাজ করা শুরু করে দেয়।

www.dawateislami.net

কেননা, যার কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ থাকে, তাকে মানুষের সাথে মেলামেশা এবং সম্পর্ক বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন বেশি হয়ে থাকে। আর যে এই অবস্থায় লিপ্ত হয়ে যায়, সে সাধারণত মানুষের সাথে মুনাফেকি সূলভ আচরণ করে থাকে এবং তাদের সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট করার ব্যাপারে **আল্লাহ্ তায়ালার** অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যায়, তাই এর পরিনতিতে সে শত্রুতা, বিদ্বেষ, হিংসা, লৌকিকতা, অহঙ্কার, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদির কারণে হওয়া আরো অনেক বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

দুনিয়াবী আপদ

সম্পদশালীদের দুনিয়াবী আপদের মধ্যে ভয় ও আক্ষেপ, কষ্ট, বিপদের সম্মূখীন হওয়া, সম্পদশালীতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সর্বদা সম্পদ অর্জন এবং এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি আরো অনেক আপদ অন্তর্ভূক্ত।

সম্পদের গোলাম ধ্বংস হোক

ইমাম ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সম্পদ কখনোই পরিপূর্ণভাবে কল্যাণকর বিষয় নয়, আর না-ই একেবারে মন্দ বস্তু, সম্পদ অনেক সময় প্রশংসার যোগ্য হয়ে থাকে এবং কখনো নিন্দনীয়। সুতরাং যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করে নিলো, যেন সে নিজেকে ধ্বংসযজ্ঞতায় নিয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

কেননা, মানুষের স্বভাব হেদায়ত থেকে বাঁধা প্রদানকারী এবং কামভাব ও বাসনার দিকে আসক্ত থাকে আর সম্পদ এতে হাতিয়ারের কাজ করে। তবে এমন অবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদে কঠিন বিপদ রয়েছে। সামনে অগ্রসর হয়ে ইমাম ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীসে পাক উদ্ধৃত করেন; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দিরহাম ও দিনারের গোলামরা ধ্বংস হোক।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৩৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! যদি আমাদের উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হতো যে, আমরা দুনিয়ার সম্পদকে ভালবাসা এবং এরই চিন্তা ভাবনায় মগ্ন থাকার পরিবর্তে পরকালিন সৌভাগ্যের দিকে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতাম এবং এই ফরিয়াদ আমাদের হকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা অর্জন করে নিতো:

কলিল রুজি পে দো কানাআত, ফুযুল গোয়ী চে দো দেয় নফরত।
দুরূদ পড়নে কি ব্যস হো আদত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যদি আপনি সংশোধন হতে চান, তবে...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের প্রতি মাদানী অনুরোধ যে, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

কেননা, এই পরিবেশ **ধন-ভান্ডারের স্তুপ** জমা করার পরিবর্তে চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার মানসিকতা প্রদান করে, সুতরাং যদি আপনি সংশোধন হতে চান তবে মন থেকে দুনিয়ার অহেতুক ভালবাসা বের করে দিতে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখা অন্তরে জাগিয়ে তুলতে, নিজের অন্তরে সুন্নাতে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মদীনা বানাতে, ধন-সম্পদকে ব্যয়ের সঠিক স্থানে ব্যবহার করার জ্ঞান অর্জন করতে এবং অন্তরকে আখিরাতের ভাবনার লক্ষ্যস্থল বানাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় মুসাফির হতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দু'জাহানে তরী পার হয়ে যাবে। আপনাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হচ্ছে:

ভিডিও সেন্টার বন্ধ করে দিলেন

লান্ডি (বাবুল মদীনা, করাচী) এর এক স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমাদের এলাকায় একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার মহান প্রেরণায় খুবই দৃঢ়তার সহিত চৌক দরস দিতো। একবার সেই চৌক দরসে একজন ভিডিও সেন্টারের মালিকেরও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দরস দেয়া শুরু করলেন, তখন **খোদাভীতি** এবং ইশ্‌কে **মুস্তফায়** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভরপুর পরিণামের ভাবনা পূর্ণ শব্দগুচ্ছ প্রভাবের তীর হয়ে **"ভিডিও সেন্টারের মালিকের"** অন্তরে বিদ্ধ হয়ে গেলো, দরসের পর যখন ইসলামী ভাইয়েরা তাকে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত পেশ করলো, তখন সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলো এবং অংশগ্রহণও করলো। আর এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার মাঝে পরিবর্তন সাধিত হতে লাগলো, কিছু দিনের মধ্যেই সে ভিডিও সেন্টার বন্ধ করে দিলো এবং সূতার ব্যবসা শুরু করে হালাল রুজির অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে গেলো।

মালে দুনিয়া হে দু'নো জাহাঁ মে ওয়াবাল, আ'প দৌলত কি কসরত কা ছোড়ে খেয়াল।
কবর মে কাম আ'য়েগা হার গিয না মাল, হাশর মে যররা যররা কা হোগা সুয়াল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদ সঞ্চয় করা ও না করার বিভিন্ন অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পদ সঞ্চয় করা বা না করার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে কৃত **"প্রশ্নোত্তর"** এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি সমূহ উপস্থাপন করছি: إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি যার পরিবার পরিজন রয়েছে, সে নিজের মাসিক বা বাৎসরিক উপার্জন থেকে মধ্যম পন্থায় তার সন্তান সন্ততির জন্য ব্যয় করে অবশিষ্ট অংশ **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় দিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে পরিবারের জন্য কিছু রাখে না, অপর এক ব্যক্তি নিজের উপার্জন থেকে একটি অংশ সন্তানদের জন্য ব্যয় করে, অপর অংশ দান করে এবং তৃতীয় অংশ ভবিষ্যতে তার প্রয়োজনীয় কাজের উদ্দেশ্যে রেখে দেয়াকে উত্তম মনে করে, এই দু'জনের মধ্যে উত্তম কে?

উত্তর: ভাল নিয়্যতে উভয়টি উত্তম। আর ধরণ ভিন্ন হওয়ার কারণে উভয়টি (কখনো) উত্তম, কখনো ওয়াজিব, আর এসম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের আমল ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। اَقُوْلُ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْق (**আল্লাহ্ তায়ালার** তৌফিকে বলছি) এতে সংক্ষিপ্ত এবং ব্যাপকতর বাণী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এটা যে, মানুষ দু'ধরণের: **(১) মুনফারিদ** অর্থাৎ একাকি হওয়া এবং **(২) মু'ইল** অর্থাৎ সন্তান সন্ততি সম্পন্ন হওয়া, প্রশ্ন যদিওবা মু'ইল (অর্থাৎ সন্তান সন্ততি সম্পন্ন) সম্পর্কে কিন্তু প্রত্যেক মু'ইল নিজের সম্পর্কে মুনফারিদ (অর্থাৎ একাকি) এবং এতে নিজের নফস (অর্থাৎ নিজের সত্ত্বা) অনুযায়ী সেই বিধান, যা মুনফারিদের, সুতরাং উভয়ের আহকাম সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

(১) তারা اِنْقِطَاعَ وَتَبَتُّل اِلَى الله اَصْحَابِ تَجْرِيْد وَتَفْرِيْد (অর্থাৎ এমন লোক, যারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র উদ্দেশ্যে দুনিয়া থেকে নির্জনবাস অবলম্বন করেছে এবং তাদের উপর পরিবার পরিজনের দায়িত্ব থাকে না বা তাদের পরিবার ও পরিজনই নাই) যারা আপন **প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকট কিছু (সম্পদ) না রাখার ওয়াদা করেছে, তাদের জন্য নিজের ওয়াদার কারণে সম্পদ সঞ্চয় না করাটা আবশ্যক হয়ে যায়, যদি কিছু বাচিঁয়ে রাখে তবে ওয়াদা ভঙ্গ করা হবে এবং ওয়াদা করার পর আবারো সঞ্চয় করা অবশ্যই বিশ্বাসের দূর্বলতার কারণেই হয় বা তাকে বিভ্রম করার জন্যই হবে, এমন (ব্যক্তিরা) যদি কোন কিছু সঞ্চয় করে, তবে শাস্তির হকদার হবে।

(২) দারিদ্রতা এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা প্রকাশ করে সদকা গ্রহণকারী যদি এই অবস্থা অব্যাহত রাখতে চায়, তবে সেই সদকা সমূহ থেকে কিছু সঞ্চয় করা তার জন্য নাজায়িয হবে। কেননা, এরূপ করা ধোকা হবে এবং এখন যে সদকা নেবে তা হারাম ও কলুষিত বিষয় হবে।

(৩) যার নিজের অবস্থা জানা আছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু বাঁচিয়ে রাখে, তবে নফস তাকে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, বা কোন গুনাহের অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে তাতে ব্যয় করে তবে তার সেই গুনাহ থেকে বাঁচা ফরয এবং যখন তার এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকে যে, অবশিষ্ট সম্পদ নিজের কাছে না রাখে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তবে এই অবস্থায় তার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন সমূহ কল্যাণের কাজে ব্যয় করে দেয়া আবশ্যক হবে।

(৪) যে এরূপ অধৈর্য হয়ে যায় যে, তার উপবাসের কারণে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি অভিযোগ করতে থাকে, যদিওবা শুধুমাত্র অন্তরে, মুখে বলে না, বা নাজায়িয পদ্ধতিতে চুরি বা ভিক্ষা ইত্যাদি পথ অবলম্বন করে, তবে তার উপর আবশ্যক যে, মাসিক আয় বা ঘর, দোকানের ভাড়ায় চলা, (ভাড়া) এক মাস পেছনে চলে এলে, তবে আরো একমাসের জামিনদান হওয়া। কেননা, ছয় মাস বা এক বছর পর পেলে তবে ছয় মাস বা বছরের এবং আসল উপার্জনের মাধ্যম যেমন কাজের সরঞ্জামাদি বা দোকান, গ্রামের ঘর ইত্যাদি মিতব্যয়ীতা স্বরূপ অবশিষ্ট রাখা মোটামুটি ভাবে তার জন্য আবশ্যক।

(৫) যে আলিমে দ্বীন, শরীয়াতের মুফতী বা বাদমাযহাবীদের বাঁধা প্রদানকারী এবং বাইতুল মাল থেকে রুজি পায় না, যেমনটি এখন যে অবস্থা, এবং সেখানে অপর কেউ তাকে সেই দ্বীনি পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, ফতোয়া দেয়া বা বিদআত দূর করাতে নিজের সময় ব্যয় করা তার উপর ফরযে আইন এবং সে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, যার কারণে সে আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং সেই দ্বীনের দায়িত্ব পালনের জন্য রোজগার ইত্যাদি থেকে নিশ্চিন্ত থাকে যে, যদি সব সম্পদ ব্যয় করে দেয় তবে কাজকর্ম করার প্রতি মুখাপেক্ষী হবে আর এই সকল কাজে (অর্থাৎ দ্বীনের দায়িত্ব আদায়ে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, তার উপরও উপার্জনের মাধ্যম অবশিষ্ট রাখা এবং উপার্জনের পরিমাণ অনুযায়ী সঞ্চয় করা ওয়াজিব।

www.dawateislami.net

(৬) যদি সেখানে আরো আলিম এই কাজ করার থাকে, তবে উপার্জনের মাধ্যম অবশিষ্ট রাখা এবং উপার্জনের পরিমাণ অনুযায়ী সঞ্চয় করা যদিওবা ওয়াজিব নয় কিন্তু কঠোরভাবে গুরুত্বারোপ নিশ্চয় করা হয়েছে যে, ইলমে দ্বীন ও দ্বীনের সহায়তার জন্য সমৃদ্ধি, সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত হওয়া থেকে বহুগুণে উত্তম, এরই সাথে এক থেকে দুই এবং দুই থেকে চার উত্তম হয়ে থাকে, একজন আলিমের দৃষ্টিভঙ্গি কখনো ভুল করলে তবে অপর (ওলামা) তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে দেবে, একজন (আলিম) রোগ ইত্যাদির কারণে কিছু অপারগতার সম্মূখীন হলে, যখন আরো (ওলামা) বিদ্যমান থাকে তবে কাজ বন্ধ থাকে না, সুতরাং ওলামায়ে দ্বীনের আধিক্যের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

(৭) আলিম নয় কিন্তু ইলমে দ্বীনের অন্বেষণে ব্যস্ত আর সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত হওয়া সেই ইলমে দ্বীনের অন্বেষণ থেকে বাঁধা প্রদানকারী হবে, তবে তার উপরও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ সঞ্চয় করা এবং সম্পদের মাধ্যমকে অবশিষ্ট রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

(৮) তিনটি অবস্থায় সঞ্চয় করা নিষেধ, দু'টিতে ওয়াজিব, দু'টিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং যারা এই আট প্রকারের বাইরে, তারা নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যদি সঞ্চয় না করাতে মনে কষ্ট হয়, ইবাদত ও **আল্লাহ্**র যিকিরে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সঞ্চয় করা উত্তম এবং অধিকাংশ লোক এই প্রকারের।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

(৯) যদি সঞ্চয় করাতে তার মন বিভিন্ন এবং সম্পদের নিরাপত্তা বা এর দিকে ঝুঁকে যাওয়া সম্পর্কীত হয়, তবে সঞ্চয় না করাই উত্তম। কেননা, মূল উদ্দেশ্য **আল্লাহ্ তায়ালা**র যিকিরের জন্য অবসর হওয়া, যা তাকে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হয়, তাই নিষেধ।

(১০) যারা পরিতৃপ্ত হয় যে, সম্পদ না থাকাতে তাদের মনে কষ্ট হয় না, আর সম্পদ থাকলেও তাদের দৃষ্টি পেরেশানগ্রস্থ হয় না, তাদের ক্ষমতা রয়েছে যে, চাইলে অবশিষ্ট সম্পদ সদকা ও খয়রাত করে দিতে পারে বা নিজের কাছে রাখতেও পারে।

(১১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত উত্তম স্থানে ব্যয় করে দেয়া এবং সঞ্চয় করে রাখা তৃতীয় অবস্থাতে তো ওয়াজিব ছিলো, আর অবশিষ্ট সকল অবস্থায় পছন্দনীয়, এবং সঞ্চয় করে রাখা তার জন্য অপছন্দনীয় ও দোষনীয় যে, বিভিন্ন ভাবের উদয় হওয়া ব্যক্তির তা সঞ্চয় করে রাখা দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা বা দুনিয়ার ভালবাসাই সৃষ্টি হবে। (উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ সঞ্চয় করা দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা বা দুনিয়ার ভালবাসারই কারণে হবে এবং এই দু'টি অবস্থা ভাল নয়)

দুনিয়ায় মুসাফির

প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়ায় এভাবেই থাকো, যেন তুমি (একজন) মুসাফির বরং পথ চলছো এবং নিজেকে কবরে মনে করে সকাল করো, তবে মনে এই খেয়াল এনোনা যে, সন্ধ্যা হবে এবং সন্ধ্যা হলে এটা মনে করোনা যে সকাল হবে।" **(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৪০)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

তোমাদের কি লজ্জা করে না

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার ইরশাদ করেন: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَمَاتَسْتَحْيُوْنَ অর্থাৎ- হে লোকেরা! তোমাদের কি লজ্জা করে না? উপস্থিতিরা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন কারণে? ইরশাদ করলেন: "সঞ্চয় করো, যা খাবে না এবং দালান বানাও, যাতে থাকবে না আর সেই আশা পোষন করো, যা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, তাতে লজ্জা করে না।" **(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ২৫তম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২১)**

যখন কোন গ্রাস গ্রহণ করি....

হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا একমাসের ওয়াদায় একজন বাঁদীকে একশত দিনারে ক্রয় করলেন, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ওসামার প্রতি কি আশ্চার্য হয় না, যে একমাসের ওয়াদায় (বাঁদী) ক্রয় করেছে, নিশ্চয় ওসামার আশা দীর্ঘ, শপথ **তাঁর, যাঁর** কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! আমি তো যখন চোখ খুলি তখন এটা মনে হয় যে, পলক ফেলার পূর্বেই মৃত্যু এসে যাবে এবং যখন পেয়ালা মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাই তখন কখনো এটা মনে করিনা যে, এটা রাখা পর্যন্ত জীবিত থাকবো এবং যখন কোন গ্রাস গ্রহণ করি তখন এরূপ মনে হয় যে, এটি গলধকরণ করতে পারবো না আর এর পূর্বেই মৃত্যু এটিকে গলাতেই আটকে দেবে,

শপথ **তাঁর, যাঁর** কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় যেই বিষয়টি সম্পর্কে তোমাকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই আসবে, তুমি তা ঠেকাতে পারবে না।" **(আত তারগীব, ওয়াত তারহিব, ৪র্থ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫১২৭)**

এসব (তো) **মুনফারিদ** (অর্থাৎ একাকী) এর বর্ণনা, বাকী পরিবার বিশিষ্টরা, তবে প্রকাশ্য যে, তারা নিজের নফসের হকে **"মুনফারিদ"** (অর্থাৎ একাকি), তাই স্বয়ং নিজের সত্ত্বার জন্য তার সেই বিধানাবলীর প্রতি সজাগ থাকা উচিৎ এবং পরিবারের দৃষ্টিতে তার অবস্থা আরেকটি, এর বর্ণনা করছি।

(১২) পরিবারের শরয়ী ভরন পোষণ তার জন্য ফরয। সে তাদের **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসা ও দুনিয়া থেকে উদাসিন এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ধৈর্য্য ধারণের প্রতি বাধ্য করতে পারে না, নিজেকে যতটুকু সম্ভব পরীক্ষার সম্মূখীন করার করবে কিন্তু সন্তান সন্ততিদের একা ছেড়ে দেয়া, তার জন্য হারাম।

(১৩) যার পরিবার চতুর্থ অবস্থার ন্যায় অধৈর্য্য হয় এবং নিশ্চয় অনেক মানুষ এমন পাওয়া যাবে, তাই এই প্রেক্ষিতে তো তার উপর দ্বিগুণ ওয়াজিব হবে যে, প্রয়োজন অনুযায়ী সঞ্চয় করা।

(১৪) হ্যাঁ! যার সকল সন্তানাদি ধৈর্যশীল ও **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি ভরসাকারী হয়, তার জন্য জায়িয যে, সকল সম্পদ **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় ব্যয় করে দেয়া। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৩১১-৩২৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আংটি সম্পর্কিত ১৭টি মাদানী ফুল

❁ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। **সুলতানে দো জাহান, রহমতে আ'লামিয়ান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (পুরুষদেরকে) স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬৩) ❁ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম এবং যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহগার হবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা) ❁ লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৯২) ❁ পুরুষদের জন্য সেরূপ আংটিই জায়েয যেগুলো পুরুষদের আংটির মতোই অর্থাৎ এক পাথর বিশিষ্ট এবং যদি তাতে (একের অধিক) কয়েকটি পাথর থাকে,

www.dawateislami.net

তবে তা রূপার হলেও পুরুষের জন্য নাজায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ এমনিভাবে পুরুষের জন্য একের অধিক (জায়িয) আংটি পরিধান করা বা (এক বা একাধিক) রিং পরিধান করাও নাজায়িয। কেননা, এটা (রিং) আংটি নয়। মহিলারা রিং পরিধান করতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ৭১ পৃষ্ঠা) ❁ এক পাথর বিশিষ্ট রূপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা (অর্থাৎ ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম) হতে কম ওজনের হলে, তা পরিধান করা জায়েয। যদিওবা তা মোহরের (স্টাম্প) প্রয়োজনে না হয়ে থাকে। কিন্তু তা বর্জন করা (অর্থাৎ যার স্টাম্পের প্রয়োজন নেই, তার জায়েয আংটিও পরিধান না করাই) উত্তম এবং মোহরের প্রয়োজনে কেবল জায়েযই নয় (যাকে আংটি দিয়ে ছাপ দিতে হয় অর্থাৎ আংটিকে সিল মোহর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তার জন্য) বরং সুন্নাত, অবশ্য অহংকার প্রদর্শনের জন্য কিংবা মেয়েদের মতো ষ্টাইলের অথবা অন্য কোন ঘৃনিত উদ্দেশ্যে একটি আংটিই বা কেন, এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে তো স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করাও নাজায়িয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা) ❁ দুই ঈদে পুরুষের জন্য রূপার জায়িয আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯, ৭৮০ পৃষ্ঠা) ❁ আংটি পরিধান করা কেবল তাদের জন্যই সুন্নাত, যাদের সিল মোহর করার (অর্থাৎ ষ্টাম্প হিসাবে ব্যবহার করার) প্রয়োজন রয়েছে। যেমন; সম্রাট, বিচারক এবং ওলামা যাঁরা ফতোয়ায় সিল মোহর ব্যবহার করেন,

www.dawateislami.net

তারা ব্যতীত যাদের সিল মোহরের প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য সুন্নাত নয়, অবশ্য পরিধান করা জায়িয। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) বর্তমানে আংটির মাধ্যমে সিল মোহর করার প্রচলন নেই, বরং এ কাজের জন্য স্টাম্প তৈরি করা হয়। সুতরাং আংটির মাধ্যমে যাদের সিল মোহর করার প্রয়োজন নেই, সেসব বিচারক ইত্যাদির জন্যও আংটি পরিধান করা আর সুন্নাত রইল না। ❁ পুরুষের উচিৎ আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে করে রাখা আর মহিলারা হাতের পিঠের দিকে। (আল হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) ❁ রূপার রিং বিশেষ করে মহিলাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য মাকরূহ (অর্থাৎ নাজায়িয ও গুনাহ)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা) ❁ মহিলারা স্বর্ণের বা রূপার যত খুশি আংটি এবং রিং ব্যবহার করতে পারবে, এতে ওজন বা পাথরের সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ❁ লোহার আংটির উপর রূপার খোল চড়িয়ে দেওয়াতে লোহা মোটেই দেখা যাচ্ছে না, এমন আংটি পরিধানে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। (আলমগিরী, ৫র্থ খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) ❁ উভয় হাতের যে কোন হাতেই আংটি পরিধান করতে পারবে, তবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে পরবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ৭০ পৃষ্ঠা) ❁ মান্নতের কিংবা ফুঁক দেওয়া ধাতুর **(METAL)** তৈরি চেইনও পুরুষের পরিধান করা নাজায়িয ও গুনাহ। ❁ মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কিংবা আজমীর শরীফের রিং এবং স্টাইলিশ আংটিও জায়েয নেই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

❁ জ্বিন-ভূতে ধরা কিংবা অন্য যেকোন রোগের জন্য রূপার রিংও পুরুষদের জন্য জায়েয নেই। ❁ যদি আপনি ধাতুর কড়া, রিং, নাজায়েয আংটি বা ধাতুর চেইন (CHAIN) ব্যবহার করেন, তবে এক্ষুণি খুলে নিয়ে তাওবা করে নিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসুলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো, সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো।
হোঙ্গি হাল মুশকিলেঁ কাফেলে মে চলো, খতম হোঁ শা'মতেঁ কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে।

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা